"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এই রুহানী ইউনিভার্সিটিতে এসেছো বুদ্ধু থেকে বুদ্ধিমান হতে, বুদ্ধিমান অর্থাৎ পবিত্র, পবিত্র হওয়ার পড়া তোমরা এখন পড়ছো"

*প্রশ্নঃ - বুদ্ধিমান বাচ্চাদের মুখ্য নিদর্শন শোনাও ?

*উত্তরঃ - বুদ্ধিমান বাচ্চারা সর্বদা জ্ঞানের মধ্যে বিচরণ (রমন) করতে থাকবে। তাদের ঈশ্বরীয় নেশা চড়ে থাকবে। তাদের বুদ্ধিতে সমগ্র সৃষ্টি চক্রের নলেজ থাকে। নেশা থাকে যে আমাদের বাবা আমাদের জন্য পরমধাম থেকে এসেছেন। আমরা ওঁনার সাথে পরমধামে থাকি। আমাদের বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, এখন আমরা মাস্টার জ্ঞানসাগর হয়েছি। আমাদের তিনি মুক্তি-জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন।

*গীতঃ- কে এসেছে আমার মনের দুয়ারে....

ওম্ শান্তি । জীবের আত্মা জানে যে আমাদের পরম পিতা পরমাত্মা আমাদের সম্মুখে থেকে পড়াচ্ছেন বা রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তাই যেমনকি এ হয়ে গেল ঈশ্বরীয় ইউনিভার্সিটি। একে ইউনিভার্সিটি কেন বলা হয় ? এরকম নয় যে আর যেসব ইউনিভার্সিটি রয়েছে সে'সব ইউনিভার্সের জন্য। না, ওগুলো ইউনিভার্সের জন্য নয়। তাহলে সেগুলোকে ইউনিভার্সিটি বলবেনা। বাচ্চারা, এখানে তোমরা জানো -- এ হলো সত্যিকারের ঈশ্বরীয় ইউনিভার্সিটি। কিন্তু কেউই বুঝতে পারেনা কারণ তারা হলো বুদ্ধু। বুদ্ধুকে বুদ্ধিমান বাবাই তৈরি করে থাকেন। মানুষ বুদ্ধিমানেদের সামনে মাথা নত করে। দেবী-দেবতা, সন্ন্যাসী ইত্যাদিদের কাছে মাথা নত করে। সন্ন্যাসী পবিত্র হয় তাহলে অবশ্যই বোধবুদ্ধি সম্পন্ন হবে। পবিত্রতাকে ভালো মনে করে। এই বিকারই মানুষকে হয়রান করে সে'জন্য পবিত্র থাকা সন্ন্যাসীদের গৃহস্থীরা বুদ্ধিমান মনে করে আর তাদের চরণে নত হয়। ব্যস, সন্ন্যাসী বেশ(বস্ত্র) দেখবে আর তৎক্ষণাৎ মাথা নত করে দেবে। এখন তো তাদের মানমর্যাদা কম হয়ে গেছে, সে'জন্য দেখে শুনে পদক্ষেপ নেয়। আগে তো সন্ন্যাসীদের দেখে তৎক্ষণাৎ অফার করতো -- স্বামীজি, আমাদের ঘরে চলুন। এখন তো অনেক বেশি হয়ে গেছে আর তমোপ্রধান হয়ে গেছে সেইজন্য যারা অত্যন্ত নামিদামি (প্রসিদ্ধ ) তাদেরই মান থাকে। বড় ব্যক্তিরাও তাদের কাছে মাথা নত করে -- কেন ? লেখাপড়া তো সন্ন্যাসীদের থেকেও বেশী। কিন্তু তারা হলো পবিত্র, সন্ন্যাসগ্রহণ করেছে সেইজন্য বুদ্ধিমান মনে করা হয়ে থাকে। এখন তোমরাও বুদ্ধিমান হতে থাকো। এখন তোমরা রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানো। কিন্তু তোমাদের মধ্যেও সকলের এত নেশা নেই। নেশা চড়তেও সময় অনেক লাগে। সম্পূর্ণ নেশা তো অন্তিমেই থাকে। এখন যত তোমরা পুরুষার্থ করতে থাকো ততই নেশা চড়ে যেতে থাকে। নিরন্তর এটা স্মরণে থাকা উচিত -- আমরা আত্মাদের পিতা পরমাত্মা এসে পড়েছেন। আমাদের পড়াচ্ছেন - বিশ্বের মালিক বানানোর জন্য। তাহলে পুরুষার্থ করার জন্য শুভ চিন্তা থাকা উচিত! সকলের সেই চিন্তা থাকে না। এখানে শোনার সময় নেশা চড়ে, এখান থেকে বাইরে বেরোয় আর খেলা শেষ। নম্বরের অনুক্রম রয়েছে, তাই না ! আমাদের আত্মা দের বাবা এসেছেন। আমরা ওনার কাছে পরমধামে থাকি। এমন আর কেউ মনে করে না। সাধু সন্ন্যাসী ইত্যাদিরাও পবিত্র হয়। তোমাদের মধ্যেও নম্বরের অনুক্রম রয়েছে। সকলের এই নিশ্চয় বসেনি যে আমাদের পরমপিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর, জীবন মুক্তিদাতা, যিনি আমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেন। এখান থেকে পা বাইরে বের করে আর সেই খুশি হারিয়ে যায়। বাচ্চারা, নাহলে তোমাদের কত খুশি থাকা উচিত !

আমিও এই শরীরের আধার নিয়েছি। নাহলে রাজযোগ কিভাবে শেখাবো ? আমার নিজের শরীর নেই। মন্দিরে দেখবে যে সকলের নিজের শরীর রয়েছে। আমি তো হলাম অশরীরী। আর সকলের আকারী বা সাকারী শরীর প্রাপ্ত হয়েছে। আমার শরীর নেই। সোমনাথের মন্দিরই হোক বা শিবের মন্দির যেখানেই যাও সেখানেই হলো নিরাকারী রূপ। কেবল নাম আলাদা আলাদা রেখে দিয়েছে। এ'কথা তো জানো যে আত্মা পরমধাম থেকে আসে। বিভিন্ন শরীর ধারণ করে ভূমিকা পালন করে থাকে। আমি এই ৮৪-র চক্রতে আসি না। আমি হলাম পরমধামের অধিবাসী। এই শরীরে এসেছি। তোমরা বলবে নিরাকার আবার কিভাবে আসে ? হ্যাঁ, আসতে পারে। তোমরা পিণ্ড খাইয়ে থাকো তখন আত্মা আসে, তাই না ! শরীর তো আসে না। আত্মা প্রবেশ করে। মনে করে আত্মা অন্য শরীরে প্রবেশ করে। কোনো কোনো ভুতের আত্মারা তো অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে থাকে। পাথর ইত্যাদি মারতে থাকে। আত্মা যখন শরীরে আসে তখন কিছু করতে পারে, তাকে ঘোস্ট (ভুত) বলা হয়। অশুদ্ধ আত্মারাও প্রবেশ করে থাকে। বাচ্চারা, তোমাদের অনুভব রয়েছে যে কিভাবে অশুদ্ধ আত্মারা এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াতে থাকে। যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের নিজের শরীর প্রাপ্ত হয়। শুদ্ধ আত্মারাও আসে। এও ড্রামায়

নির্ধারিত রয়েছে। যা কিছু অতিবাহিত হয় তা হলো ড্রামার খেলা। বাবা বুঝিয়ে থাকেন -- আমি এসে সাধারণ বৃদ্ধের শরীরে প্রবেশ করি। অবশ্যই অনুভবীর শরীর চাই, তাই না ! ব্রহ্মার নাম প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মার রায়ও প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মার আবার কোথা থেকে রায় প্রাপ্ত হয়েছে ? ব্রহ্মা হলেন শিববাবার সন্তান। তাই ওঁনার হলো শ্রীমৎ। তাহলে অবশ্যই মুখ্য শ্রীমৎ ব্রহ্মার হওয়া উচিত যার মধ্যে বাবা প্রবেশ করেন। ভারতবাসীরা এই কথাগুলিকে জানেনা। তারা মনে করে -- সবই হলো একই। শ্রীকৃষ্ণ, শিব ইত্যাদি সব একই। শ্রীকৃষ্ণকে মহাত্মা, যোগেশ্বর বলে থাকে। কিন্তু কেন বলে ? সে তো বোঝেনা। শ্রীকৃষ্ণের আত্মা এখন ঈশ্বরের দ্বারা যোগ শিখে যোগেশ্বর হতে চলেছেন। কত গুপ্ত রহস্য। মানুষ তো বলে দেয় পরমাত্মা হলেন নাম-রূপ থেকে পৃথক। ওঁনার শরীর নেই। কিন্তু তোমরা তো বলে থাকো -- সোমনাথের মন্দির শিবের অবতরণের স্মৃতিস্মারক। অবশ্যই কল্প-পূর্বে শিববাবা এসেছিলেন আর এখন পুনরায় এসেছেন। তারপর দ্বাপর থেকে ওঁনার ভক্তি শুরু হয়। শিবরাত্রি পালন করা হয়।

বাবা বসে বুঝিয়ে থাকেন, তোমরা আত্মারা পরমধাম থেকে এসেছো ভূমিকা পালন করতে। আত্মা হলো অবিনাশী। এরমধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা রয়েছে। যেমন বাবা পুরোনো শরীরে এসেছেন তেমনই তোমরাও পুরোনো শরীরে রয়েছো। বাবা এই পুরোনো শরীরের থেকে লিবারেট করে নতুন (শরীর) দেন। যুক্তি বলেন যে কড়িতুল্য থেকে হীরেতুল্য কিভাবে হবে ? গাওয়া হয়ে থাকে -- প্রিয়তম হলেন অদ্বিতীয়। বাবা বলেন -- আমি পরমধামের অধিবাসী, তোমরাও পরমধামে থাকো। আমি পুরোনোর থেকেও পুরোনো শরীরে এসেছি। তোমাদেরও ৮৪ জন্মের অন্তের এ হলো পতিত শরীর। তোমরাও নিজেদের আত্মা মনে করো। আমরাও ৮৪ জন্ম ভোগ সম্পূর্ণ করেছি। এখন পুনরায় নতুন দুনিয়ায় আমাদের নতুন শরীর প্রাপ্ত হবে। তাহলে কত খুশিতে থাকা উচিত ! নম্বরের অনুক্রম রয়েছে, কেউ তো একদমই ডালহেড (নির্বোধ) হয়। মায়া সম্পূর্ণই প্রস্তরবুদ্ধি-সম্পন্ন করে দিয়েছে। যেমন উত্তপ্ত তাওয়ার উপর জল ঢাললে তখন একদমই শুকিয়ে যাবে, তেমনি উত্তপ্ত তাওয়া। আরে, তোমরা নিজেদেরকে কেবল আত্মা, বাবার সন্তান মনে করো। সেও মনে করে না। যদি মনে করতো তাহলে আশ্চর্যজনকভাবে পালিয়ে কেন যায় ? মায়াও হলো অতিব শক্তিশালী। কেউ গাফিলতি করলে তখন মায়াও থাপ্পড় মেরে দেবে। আরে, বাবা এসেছেন উত্তরাধিকার প্রদান করতে তারপরেও তোমরা বিকারী হয়ে যাও। অত্যন্ত জোরে থাপ্পড় মারে, বাবা তো থাপ্পড় মারবে না। মায়া থাপ্পড় মেরে মুখ ঘুরিয়ে দেয়। এরকম অনেকেই মায়ার থাপ্পড় খেতে থাকে। মায়াও বলে, তোমরা বাবাকে স্মরণ করো না তাই তোমাদের আঘাত (ঘুষি) করি। মায়ারও হুকুম প্রাপ্ত হয়েছে। বুদ্ধিহীনকে বুদ্ধিমান বানাতে হবে তাহলে সার্ভিস করো না কেন ? এখনো পর্যন্ত কি মায়ার আঘাত খেতে থাকবে ? অনেক আঘাত পেতে থাকে -- কেউ ক্রোধের আঘাত, কেউ মোহের আঘাত। বাবা বলেন -- তোমরা সব কিছু স্যারেন্ডার করে দিয়ে ট্রাস্টি হয়ে থাকো। বিকারকে দান করে দিয়ে পুনরায় কার্য-ব্যবহারে কেন নিয়ে আসো। বিকারের তো কোনো রূপ নেই। ধনের ক্ষেত্রে বলবে ট্রাস্টী হয়ে থাকো। অবশ্যই কার্যে ব্যবহার করো কিন্তু অতি সতর্কভাবে, বাবার শ্রীমতানুসারে। অর্থের দ্বারা এমন কোনো বিকর্ম করবে না। নাহলে তার সমস্ত বোঝা তোমাদের মাথার উপর চাপবে।

মায়া হলো অত্যন্ত তমোপ্রধান। সে জানে - এরা বাবাকে সঠিক রীতিতে স্মরণ করে না, সেইজন্য এদের আঘাত করো(ঘুষি মারো)। মায়াও বলে -- যদি বাবা আর উত্তরাধিকার-কে স্মরণ না করো তাহলে আমি থাপ্পড় মেরে দেব। অনেক বাচ্চারা লেখেও - বাবা, মায়া থাপ্পড় মেরে দিয়েছে। বাবাও লেখেন -- হ্যাঁ বাচ্চারা, মায়া হুকুম পেয়েছে খুব থাপ্পর মারার কারণ তোমরা আমার হও না যে। বাচ্চারা, তোমাদের সদা সুখী করতে এসেছি, তবুও তোমরা স্মরণ করো না। তা হলোও অতি সহজ কিন্তু সময় লাগে। নাহলে তো বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করে খুশির পারদ চড়ে থাকা উচিত। শেষে স্মরণ করতে করতে হিচকি এসে যাবে -- ব্যস, আমরা বাবার কাছে চলে যাচ্ছি। তারপর চলে আসবো স্বর্গে। যেমন সম্পূর্ণ ঈশ্বরের হয়ে চলে যাব।

আচ্ছা ! এ'কথা কেউ জানে না -- আত্মা হলো পরমপিতা পরমাত্মার প্রিয়তমা। সত্যিকারের প্রিয়তমা হলে তোমরা। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা প্রিয়তমা হয়ে প্রিয়তমকে অনেক স্মরণ করে থাকো। কিন্তু এটা জানে না যে আত্মা পরমাত্মার প্রতি প্রেমবিভোর হয়ে যায়। ওরা তো বলে -- আত্মাই পরমাত্মা, পরমাত্মাই আত্মা। এখানে তো অনেক পার্থক্য রয়েছে। তোমরা জানো - পরমাত্মা হলেন প্রিয়তম (মাশুক)। সেই পবিত্র সোল আমাদের কত সুন্দর বানিয়ে দেন। আমরা আত্মারা নোংরা (বিকারী) হয়ে যাওয়ার জন্য গয়নাও(দেহ) নোংরা হয়ে গেছে। বাবা এসেছেন পুনরায় গৌরবর্ণ করে দিতে, তখন শরীরও স্বর্ণযুগীয় (গোল্ডেন এজে'ড) পাওয়া যাবে। সোনায় খাদ মেশানো হয়, তাই না !

এখন দেখো - এই মন্দির হলো আদিদেবের। ওনার নাম কেউ মহাবীর রেখে দিয়েছে। অর্থ কিছুই জানে না। হনুমানকেও

মহাবীর বলে দেয়। এখন কোথাও হনুমান, কোথাও আবার আদিদেব-কে মহাবীরও বলে দেয়। জৈন মহারাজ মুনি যা কিছু বলেছেন সেটাই প্রচলিত হয়ে গেছে। আজকাল তো অনেক ঋদ্ধি সিদ্ধি (চমৎকার) হচ্ছে। এই বাবাও সকলকে জানেন। অনেক পরিশ্রম করে। হাত থেকে কেশর বের করে। মানুষ মনে করে - বাঃ এ তো বেশ, আশ্চর্যের। তৎক্ষণাৎ ফলোয়ার্স হয়ে যায়। যারা চমৎকার দেখায় তাদের তো অসংখ্য ফলোয়ার্স থাকে। এখানে তো সে বিষয়(কথা) নেই। বাবা বলেন - আমি ৫ বছর পূর্বের মতন এসেছি। এ'রকম কেউ বলতে পারে না। বাচ্চারা বলে -- বাবা, পাঁচ হাজার বছর পূর্বে আমরা এসেছিলাম। তোমার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার পেয়েছিলাম। এখন পুনরায় এসে পরমপিতা পরমাত্মা শিবের সন্তান হয়েছি এই ব্রহ্মার দ্বারা। দুনিয়া রয়েছে কলিযুগে। কলিযুগে ব্রাহ্মণ কোথা থেকে আসবে ? ব্রাহ্মণ তো সঙ্গমে চাই। পা আর টিকি (কেশশিখা), সঙ্গম হয়ে গেল, তাই না ! শূদ্র আর ব্রাহ্মণের সঙ্গম। শূদ্র থেকে পুনরায় ব্রাহ্মণ হয়ে যায়। এই ৮৪-র চক্রকে কেউ জানে না। তোমরা জানো -- আমরা হলাম ব্রাহ্মণ। প্র্যাকটিকালি ব্রহ্মার সন্তান হয়েছি। ওই ব্রাহ্মণদের তোমরা বলতে পারো -- তোমরা ব্রাহ্মণেরা নিজেদের ব্রহ্মার সন্তান বলে থাকো। আচ্ছা! ব্রহ্মার বাবা কে ? বলতে পারবে না। এ যেন টিনের ক্যানে নুড়ি (ডিব্বায় পাথর)। ব্যস্, আমরা ব্রাহ্মণরাই হলাম ভগবান। তোমরা সকলেই ভক্ত ছিলে। এখন বলো -- আমরা লক্ষ্মীকে বরণের উপযুক্ত হয়ে উঠছি। এতে পুরুষার্থ চলতে থাকে। বোঝো, আমরা পরমধাম থেকে এসেছি। এখন বাবা পুনরায় ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য এসেছেন। এখন আমরা হলাম ব্রহ্মান্ডের মালিক। বাবাও পুরোনো দেহে এসেছেন। আমরাও পুরোনো দেহে আছি। বাবা বলেন - আমাকেও পুরোনো শরীর ধার (লোন) নিতে হয়। এখন আমায় অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। টাইমও দেওয়া হয়ে থাকে। পান্ডব গভর্নমেন্টের সার্ভিস কমপক্ষে ৮ ঘন্টা হওয়া উচিত। রাজযোগ শেখাতে হবে। শঙ্খধ্বনি করতে হবে। তোমরা শ্রীমতানুসারে ভারতকে বিশেষভাবে আর দুনিয়াকে সাধারণভাবে স্বর্গে পরিণত করো। স্বর্গে কেবল তোমরাই আসো অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা আসে না। ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র -- একে বিরাট স্বরূপ বলা হয়ে থাকে। একটি বিরাট রূপের চিত্রও তৈরী করতে হবে যা মানুষ সহজেই বুঝতে পারে। বিষ্ণুকে বিরাট স্বরূপে নিয়ে আসে। চিত্র তো অবশ্যই চাই, তাই না ! স্কুলেও চিত্র রাখা হয়, তাই না ! নাহলে বাচ্চারা কিভাবে জানবে -- হাতি কি? চিত্র বানিয়ে দেখানো হয়। তাহলে এও হলো চারযুগ। এখন হলো কলিযুগ। চক্র অবশ্যই ঘুরবে। ব্রাহ্মণ তো সঙ্গমে থাকে। এছাড়া হয় শরীরের ব্রাহ্মণ, পান্ডা। তারা ব্রহ্মা মুখ-বংশজাত নয়। ব্রহ্মা মুখ-বংশজাতদের তো দাদুর থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। ওই ব্রাহ্মণদের উত্তরাধিকার কোথায় প্রাপ্ত হয় ! এইসমস্ত কথা তো তোমাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসারেই বুঝতে পারে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-*

১ ) বুদ্ধির দ্বারা সবকিছু স্যারেন্ডার করে ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে। অতি সতর্কতার সঙ্গে শ্রীমতানুসারে কার্য করতে হবে।

২ ) বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করে অপার খুশি অনুভব করতে হবে বাবার স্মরণে ঈশ্বরীয় হয়ে যেতে হবে। প্রকৃত প্রিয়তমা হতে হবে।

*বরদানঃ-* সমাহিত করার এবং গুটিয়ে নেওয়ার শক্তির দ্বারা একাগ্রতার অনুভবকারী সার স্বরূপ ভব

দেহ, দেহের সম্বন্ধ বা পদার্থের হলো অনেক বড় বিস্তার, সকল প্রকারের বিস্তারকে সার-রূপে নিয়ে আসার জন্য সমাহিত বা গুটিয়ে নেওয়ার শক্তি চাই। সকল প্রকারের বিস্তারকে এক বিন্দুতে সমাহিত করে দাও। আমিও বিন্দু, বাবাও বিন্দু। এক বাবা বিন্দুতে সমগ্র সংসার সমাহিত হয়ে রয়েছে। তাই বিন্দুরূপ অর্থাৎ সারস্বরূপ হওয়া মানে একাগ্র হওয়া। একাগ্রতার অভ্যাস দ্বারা সেকেন্ডে যেখানে চাও, যখন চাও বুদ্ধি সেই স্থিতিতে স্থিত হতে পারে।

*স্লোগানঃ-* যে সদা আত্মিক স্থিতিতে থাকে, সেই হলো রুহে (আধ্যাত্মিক) গোলাপ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;